দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...25 JUL 1998 ...

সমস্যার আবর্তে মাদ্রাসা-ই-আলিয়া

শাহীন আহমদ

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, উপমহাদেশের প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২১৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী এ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে। ইংরেজদের দুঃশাসনের ফলে সমগ্র ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ইত্যাদি ধ্বংসের সম্মুখীন হতে থাকলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে তৎকালীন দ্বীন-দরদী ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বড়লাট স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সাথে সাক্ষাৎ করে কলিকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন। যেখান থেকে পাসকৃত ছাত্ররা বেরিয়ে সরকারী অফিস-আদালতে জজ, এসএমআর ইত্যাদি পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হবে। বড়লাট তাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করেন। শিয়ালদার বৈঠকখানা রোডে একটা ভাড়া বাড়ীতে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে মাদ্রাসা চালু করা হয়। প্রথম পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন মাওলানা মজদুদ্দিন ওরফে মদন মোল্লা। এই দ্বীন-দরদী মোল্লা মদন ১৭৭৬ সালে শাহজাহানপুর থেকে এসে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। ছাত্রাধিক্য হওয়ার কারণে বড়লাট 'পদ্মপুকুর' লেনে ১৭৮১ সালের এপ্রিল মাসে ৫৬৪ টাকায় এক খন্ড জমি কিনে সেখানে একটি দালান করে দেন। এর নাম হয় 'মোহামেডান কলেজ'। ১৭৮৫ সালে স্যার ওয়ারেন হেস্টিংস মাদ্রাসার যাবতীয় ব্যয়ভার সরকারের উপর ন্যস্ত করেন। মাদ্রাসার প্রশাসনিক দায়িত্ব একটি 'বোর্ড অব ডাইরেক্টরস'-এর উপর ন্যস্ত করেন। 'মাদ্রাসা মহল' নামে এক ভূসম্পত্তি খরিদ করে এর আয় মাদ্রাসার জন্য বরাদ্দ করেন।

পদ্মপুকুর লেনটি হিন্দু প্রধান হওয়ায় সেখান থেকে মাদ্রাসা হাজী মহসীন স্কোয়ারে নিয়ে আসা হয় ১৮২৪ সালে। ১৮২৭ সালে মাদ্রাসার নতুন ভবন নির্মিত হয়। ১৭৮১-১৮১৯ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা 'বোর্ড অব ডাইরেক্টরস' দ্বারা পরিচালিত হত। ১৮১৯-৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারী ও মুসলমান সহকারী সেক্রেটারীর অধীনে 'বোর্ড অব গভর্নর্স' দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালিত হত। ১৮৫০ সালে ডাঃ এ স্পেংগারকে (I.E.S) প্রথম অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৭ বছর ইংরেজ অফিসারদেরকে এ পদে নিয়োগ করা হয়। ১৯২৭ সালে সামছুল উলামা খাজা কামালুদ্দিন আহমেদ (I.E.S) সর্বপ্রথম মুসলমান যিনি এ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ স্বাধীন হলে মাদ্রাসা এবং ইলিয়ট হোস্টেলের যাবতীয় তৈজসপত্র বইসহ ঢাকার লক্ষ্মীবাজারে নিয়ে আসা হয়। স্থানান্তরের পর লক্ষ্মীবাজারের ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডাফরিন মুসলিম হোস্টেল স্থাপন করা হয়। এ কাজ সম্পন্ন করেন মাদ্রাসার অধ্যক্ষ খান বাহাদুর জিয়াউল হক, খান বাহাদুর বদিউর রহমান এডিপিআইসহ কতিপয় ছাত্র ও শিক্ষক। ১৯৫৬ সালে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী জনাব আশরাফ আলী চৌধুরী ও অধ্যক্ষ মকবুল আহমদ চৌধুরীর একান্ত প্রচেষ্টায় মাদ্রাসার জন্য বকশীবাজার এলাকায় একটি প্রশস্থ ভূখন্ড বরাদ্দ করা হয়। মাদ্রাসার দালান ও হোস্টেল নির্মাণের জন্য তেত্রিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়। ১৯৫৮ সালের ১১ই মার্চ মাদ্রাসা বিল্ডিং ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ১৯৬১ সালে মাদ্রাসা লক্ষ্মীবাজার থেকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়।

প্রস্তাবিত আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার দুইশততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৯৮১ সালে তিন দিনব্যাপী ঐতিহাসিক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। উক্ত মহাসম্মেলনে দেশ-বিদেশের উলামায়ে কেরাম ও সুধীজনসহ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উল্লেখ করা হল ঃ

১। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম ইসলামী প্রাণকেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা-ই-আলিয়া ঢাকার অতীত ও বর্তমানের অবদানের কথা স্মরণ করে অনতিবিলম্বে এর নাম পরিবর্তনের মাধ্যমে এটা পূর্ণাঙ্গ আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় করা।

২। প্রতি বৎসর মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্রকে সরকারী বৃত্তি অন্যান্য মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দান করা।

৩। শিক্ষার সুষ্ঠ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার নিকটতম স্থানে মাদ্রাসার সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।

৪। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় বৎসরে পাঁচটি মাত্র গবেষণা বৃত্তিদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে গবেষণা বৃত্তির টাকার পরিমাণ ও সময়কাল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রদত্ত গবেষণা বৃত্তির সমপরিমাণে উন্নীত করা।

৫। মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগকে পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে শহীদ জিয়ার ভাষণের পর মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তিনি নির্মমভাবে শহীদ হন। পরবর্তীকালে তার পত্নী বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে মাদ্রাসার তৎকালীন স্টাফ কাউন্সিলের সেক্রেটারী জেনারেল এএফএম ওয়াজিউদ্দীন শহীদ জিয়ার লালিত স্বপ্ন মাদ্রাসা-ই-আলিয়াকে প্রস্তাবিত আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা দেয়ার জন্য এবং নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করে সমাধানের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। কিন্তু তা আজো বাস্তব রূপ লাভ করেনি। বর্তমান সরকারের আমলে গেলো ২৫ মে কামিল '৯৮ পরীক্ষার্থীদের বিদায়ী সমাবেশে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মাওঃ নুরুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।

কতিপয় সমস্যা

১৯৬০ সালে ২৮০ জন ছাত্রের জন্য তৈরী হয় মাত্র একটি হল। অথচ আজ ছাত্রসংখ্যা কয়েক হাজার। এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রের জন্য বর্তমান হলের দক্ষিণ পাশে আরেকটি হল নির্মাণ করা যেতে পারে। বর্তমানে আল্লামা কাশগরী হল অবস্থানের অযোগ্য হয়ে যাচ্ছে।

বাথরুমের অনেক ট্যাপ এবং সাওয়ার নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকগুলো বাথরুম ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। অনেক রুমের জানালা ভেঙ্গে গেছে এবং নীচতলার বড় নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে চোর এসে লকার ভেঙ্গে রুম থেকে জিনিসপত্র, টাকা-কড়ি নিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন রুমে চেয়ার নেই, টেবিল নেই, খাট নেই, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা নেই।

গাছপালা এবং হলের মধ্যবর্তী বাগানের সুষ্ঠু যত্ন না থাকার কারণে বিভিন্ন ধরনের আজে-বাজে গাছে বাগানটি একটি জঙ্গলে পরিণত হচ্ছে। হলের ড্রেন নিয়মিত পরিষ্কার না করার কারণে বিকট দুর্গন্ধ লেগেই থাকে। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমে দুর্গন্ধের কারণে নীচতলায় বাস করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

২৮০ জন ছাত্রের হলের ডাইনিং রুম দেখলে কুঁড়ে ঘরের মত মনে হয়। সেখানে যথার্থ চেয়ার-টেবিল, প্লেট না থাকাতে খাওয়ার সময় ছাত্রদের কাকের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একজন উঠবে, তখন আরেকজন বসবে। ডাইনিংয়ে খাওয়ার অবস্থা আরো করুণ।

দু'তলার ডান পাশে একটি কমন রুম থাকলেও এতে চেয়ার-টেবিল না থাকাতে বিভিন্ন সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম মসজিদে বসে করতে হয়। (চলবে)